টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

কর্ম্মক্লান্ত শরীরে মানুষ যখন
ঝিমিয়ে পরে তখন প্রয়োজন হয়
একটু উৎসাহের
সেই উৎসাহ জুগিয়ে দেবে

★★
★

চা ভাণ্ডারের চা

হেড অফিস—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ব্রাঞ্চ — রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৭৬ ইং 24th Sept. 1969 | ১৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম
পণ্ডিত-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

নয়টা বাজিতে আপিসেতে ছুটি,
পেটে দিয়ে ছাই ভস্মটা,
চাবুকের চোটে ছু'টে চলে যথা
ছ্যাকড়া গাড়ীর অশ্বটা।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ যুক্তফ্রন্টের 'বিউটি' ॥

—০—

কিছুদিন হইতে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে আবার আস্তিন গুটানো আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে একটা না একটা সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন দলের মন কষাকষি কাহারও অবিদিত নয়। যুক্তফ্রন্ট এই রাজ্যের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী রাখিয়াছিলেন, শরিকী সংঘর্ষে তাহা দিনের দিন গঙ্গাযাত্রা করিতেছে। বৈঠকের ত শেষ নাই! দফায় দফায় যুক্তফ্রন্টের নেতারা আলাপ-আলোচনায় বসিতেছেন। যবনিকার অন্তরালে কী ঘটিতেছে, ইহা জানা ১৯৬৯ এর হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়; তবে ইহা প্রত্যেকেই জানেন যে, দলীয় কোন্দল পাকিয়া উঠিতেছে, অমনি সুর উঠিতেছে তাহা মিটাইয়া লইবার।

যুক্তফ্রন্টের বিযুক্তির লড়াই বন্ধ করার জন্য আবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। সকলেই তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কর্মসূচী কার্যকর করিবার একটি নির্দেশিকার খসড়া শীঘ্রই উপস্থাপিত করা হইবে। এই সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, যখন যেখানে দলীয় লড়াই হইবে অর্থাৎ দাঙ্গা-খুন-জখম চলিবে, উত্তেজনায় থমথম করিবে, ১৪৪ ধারার কর্তব্য স্থানীয় প্রশাসনের মহিমা প্রচার করিবে,—সেখানে তখন নেতাদের ও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে বৈঠক হইবে। কোন শরিক অন্যের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য কিংবা লেখা প্রকাশ করিবেন না যাহাতে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ পাকিয়া উঠিবার একটা সুযোগ পায়।

ইহা অনেক শরিক দল উপলব্ধি করেন যে, ফ্রন্টের সামনে অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছে। অতএব আগে সংঘর্ষ বন্ধ না হইলে এই সব কাজ বন্ধ হইতে বাধ্য। তাই ঠিক হইয়াছে যে, এক মাসের জন্য একটা শান্তি চুক্তি করার প্রয়োজন। এই সময়ে কোন দল সভায় বা মিছিলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবেন না। কেহ বা বলিতেছেন যে, গ্রামের লোকেরা তাহা মানিবেন না; লাঠি লইয়া যাইবেনই। সুতরাং অস্ত্র বহন অব্যাহত থাকিবে। প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করাও চলিবে। সুতরাং শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করা হইবে—ধুয়া মসীলিপ্ত হইল।

সদিচ্ছা ও পারস্পরিক বিশ্বাস যেখানে অপমৃত্যু লাভ করিতেছে, সেখানে বৈঠক-আলোচনা-দলিল-রচনা কী করিতে পারে? আসল প্রয়োজন উত্তেজনা ছড়ান বন্ধ করার। যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে সব শান্ত। বাহিরে গিয়া কথায় ও কাজে বৈপরীত্য দেখা দিলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কোন্ সামঞ্জস্য আনিবে?

বরানগর, টিটাগড় অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বহু অশান্তি আনিয়াছে। ইহারও পূর্বে বিভিন্ন স্থানে খুন-হত্যা চলিয়াছে; এক দল আর এক দলকে গালিমন্দ দিয়াছে। আর ধোওয়া তুলসী-পাতা দলগুলি যুক্তফ্রন্ট পতাকাতলে সমবেত হইয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রহিয়াছেন। যুক্তভাবে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক বিশ্বাস-সহযোগিতায় এখনও অনেক কাজ হইতে পারে। লেবু অনবরত কচলাইলে ক্রমশঃ তিক্ত হয়। রাজ্যের শান্তি ক্রমবিঘ্নিত হইতে থাকিলে জনগণ সাধের যুক্তফ্রন্টের ক্রিয়াকলাপে কেবল কি হাহুতাশ করিবে?

একজন যুক্তফ্রন্ট নেতা বলিয়াছেন—"আমরা ঝগড়াও করি আবার তাড়াতাড়ি মীমাংসাও করি।" কথাটি খুবই সত্য। ঝগড়ায় ও তাহার মীমাংসায় যত সময়টা যায়, সেটা 'তাড়াতাড়ি' শব্দটিকে উপহাস করে। তাছাড়া, মূল কর্মসূচী ঝগড়া ও মীমাংসার খপ্পরে পড়িয়া বার বার একই স্থানে রহিয়া যায়। আর অনেক নলখাগড়া অকালে উৎপাটিত হয়। আমাদের সবিনয় নিবেদন—যুক্তফ্রন্টের 'বিউটি' ঢের দেখা হইল, এখন 'ডিউটি' দেখা চাই।

———

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

—০—

আমরা খোঁড়া হয়েছি। বিশ্বাস করুন বা না করুন—আমরা খোঁড়া হয়েছি। তবে পা ভেঙ্গে খোঁড়া হইনি। ঘোড়া দেখে খোঁড়া হয়েছি। বাহন পেয়েছি। শুনেছি—বাহন ছিল দেবতাদের এখন দেবদাক্ষিণ্যে না হলেও বিজ্ঞান-প্রসাদে বাহন পেয়েছি। তবে এ বাহন আমাদের সকলের একেবারে নিজস্ব নয় বা নাই। বেশী করে পেয়েছি ভাড়াটে বাহন। দেব বাহনে আর আমাদের বাহনে ব্যবধান বেশ দেবতাদের প্রতি জনের একান্তই নিজস্ব বাহন ছিল আর আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব একটা না থাকলেও ভাড়া দেওয়া বাহন অনেক। তফাৎটা আরও স্পষ্ট—দেব-বাহন জান্তব আর আমাদের বাহন যান্ত্রিক। আমাদের বাহন—যানবাহন। পথে পথে বাহনের গতিবিধি। যত পথ তত বাহন। বলতে হয়—বাহনে বাহনে ধুল পরিমাণ। পাকা পথে নিত্য আনাগোনা—কাঁচা পথও অচল নয় (শুধু পর্য্যন্ত-দেবের দাক্ষিণ্য সিঞ্চন সময় কাল ছাড়া)। গঞ্জ হ'তে গ্রাম—, ষ্টেশন হ'তে টারমিনাস্—কাহন কাহন বাহনে ভরা। তাই খোঁড়া হয়েছি। দুই পা হাঁটলে যেখানে গ্রাম যাওয়া যায়, অথবা মাইলটেক্ পা চালালে যেখানে গঞ্জ মেলে—সেখানে হেঁটে যেতেও নারাজ। তবে কী এটা রোগ নয়? এ রোগ—কড়িক্ষয়ী রোগও। এ যুগের বাহন শুধু বহন করে না। কড়ি চায়। এ দুনিয়ায় বিনা কড়িতে হরি পাওয়া সুকঠিন তবে এমন উৎকট রোগ কেন? একটু হাঁটলে যেখানে দেহের স্বাচ্ছন্দ্য, সেখানে যানবাহনে অযথা ভীড় বাড়িয়ে কড়ি দিয়ে ক্লেশ কেনা কেন?

———

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

'আমি মশাই, বাজার করতে পারি না'—উক্তি।

ভাগ্যবান আপনি যে এখানে এসে আপনার বাজেট 'স্বপ্নো নু মায়া নু' হয় না। বাড়ী ফিরেও গিন্নীর ব্যাজার মুখ দেখতে হয় না।

* * *

জানা গেল যে শ্রীমোরারজী দেশাই অতঃপর সত্যাগ্রহ করবেন।

গোঁসাঘরে খিল দিলেও চলত। 'হলুদ গাঁদার ফুল—রাঙা পলাশ ফুল—এনে দে – নইলে……।'

* * *

'এক শ্রীমান্ এক শ্রীমতী'—একটি হিন্দী ছায়াছবি মুক্তিলাভ করেছে।

এর পরই দেখবেন 'মেরা সুন্দর স্বপ্না বীত গয়া'।

* * *

জনৈক শাহরিক বলছেন—'এখানে একটি স্কুলের একখানা ঘর তৈরীর খরচ দেখান হয় ৪৫০০ টাকা। অথচ সরকারী ওভারশিয়র তন্ন তন্ন তলিয়ে দেখিয়েছেন ৩৫০০ টাকার বেশী খরচ হবে না। এক হাজার টাকা গেল কোথায় ?'

কাতু খুড়ো বলছেন—'কোন বিগলিতাশ্রু যুক্ত-পাণি হিতৈষণা-উদ্দীপ্ত আহার-নিদ্রাহীন সেবকের তদারকীর ফি ধরে নাও আর তারীফ করো বাবা! মন্ত্রীরা ভাণ্ডার লুটছেন, এ আর এমন কী!'

* * *

শ্রীকোঙারের মতে ঝগড়া করা আর তাড়াতাড়ি মীমাংসা করা যুক্তফ্রন্টের বিউটি।

—ইউ, এফ-এর ডিউটির বিউটিতে অনেকেই ইউটিলিটি ও ফিউটিলিটি-র কথা ভাবছেন।

শরতে বর্ষা

এই শরৎকালে বর্ষার ন্যায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে ধানের ক্ষতি হইবে। রবিশস্যের জন্য কৃষকদের জমি চাষের বিলম্ব ঘটিতেছে। বৃষ্টির জন্য পটল, বেগুণ, কুমড়ো প্রভৃতি ক্ষেতের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় উক্ত জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চুরির হিড়িক

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবত রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানার বিভিন্ন এলাকা হইতে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি অপহরণের ও চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ শহরে পুলিশ ফাঁড়ির নিকটে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর রান্নাঘর হইতে কতকগুলি বাসনপত্র চুরি গিয়াছে।

২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ শহরে সদর রাস্তার উপরে শ্রীদেবব্রত সাধু মহাশয়ের নটকোনার দোকানঘর হইতে জিনিসপত্র ও কিছু টাকা চুরি গিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির কর্ম্মরত হাবিলদার সন্দেহক্রমে জনৈক ব্যক্তিকে ধরিয়া থানায় চালান দিয়াছেন। ঐ ব্যক্তির নিকট উক্ত দোকানের ব্যবহৃত ন্যাকড়ায় কতকগুলি রেজকী পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিছু জিনিস বস্তাবন্দী অবস্থায় স্বর্গীয় কালুরাম আগরওয়ালার বাগানে পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

জামুয়ার অঞ্চলে
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে
বিরাট জনসভা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে জামুয়ার অঞ্চলে সন্ন্যাসীডাঙ্গায় একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই সহস্রাধিক কৃষকের এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅরুণ-কুমার শুকুল। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বশ্রী তাপস রায়, পার্থসারথি নাথ ও মধু বাগ। মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড মধু বাগ এই সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের ময়দানে সামিল হতে হবে। পাট চাষ সম্বন্ধে তিনি বলেন, পাটের দর বাড়াতে হবে ও পাট চাষের উপর থেকে মহাজনী চক্রান্ত বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। সভাশেষে দুই শত কৃষকের একটি মিছিল লাল পতাকা সহ রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকাশে বিক্ষোভ

গত ১৩-৯-৬৯ তারিখে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন ফরাক্কা ব্যারেজ হস্‌পিটালে পৌছান তখন বেশ কিছুসংখ্যক লোক হস্‌পিটালের দুর্নীতি-পরায়ণ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে বিক্ষোভ জানান। পরদিন জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং হেল্‌থ অফিসারের কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি লালগোলার পথে কলকাতা রওনা হন।

পোকার উপদ্রব

জঙ্গিপুর মহকুমার রাঢ় অঞ্চল হইতে ধানের জমিতে ব্যাপকভাবে পোকার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে সেচ এলাকা ভিন্ন অন্যত্র বিলম্বে বৃষ্টি হওয়ায় বা সেচের জলে আবাদ হওয়ায় ধান চারাগুলি স্বাভাবিক কারণেই অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট বা দুর্ব্বল হইয়া যায়, উহার উপর পোকায় অধিকতর ক্ষতি সাধন করিলে ব্যাপকভাবে ফসল উৎপাদন হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবিলম্বে প্রতিকার বা প্রতিরোধ করিতে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পরলোকে সঙ্গীতশিল্পী শচীনাথ চাকী

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সকাল ৮ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী বহরমপুর নিবাসী শচীনাথ চাকী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অনুরাগী ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ শবানুগমন করেন এবং দাহকালে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র ও বিধবা মাতাকে রাখিয়া যান।

—সংবাদদাতা

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হইয়া মৃত্যু

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার উমরপুরের সন্নিকটে জাতীয় সড়কে একজন গোগাড়ীর গাড়োয়ান A S Z 2437 নম্বর ট্রাকে চাপা পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। পুলিশ তৎপরতার সহিত ট্রাকখানিকে আটক করিয়া রঘুনাথগঞ্জ থানায় লইয়া আসে। তদন্ত চলিতেছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪.০০ চারি টাকা, শহরে ৩.০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১.২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০.০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২.০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮.০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)